দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL 25 1999 ...
পৃঃ ২২ কলাম ৫ ....

‘বর্তমান শিক্ষার সহিত প্রজ্ঞা ও মননশীলতার সম্পর্ক নাই’

চট্টগ্রাম অফিস ।। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আবদুর রহমানের ২২ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২১শে জুলাই এক অনুষ্ঠানে প্রফেসর ডঃ আনিসুজ্জামান বলেন, যে দেশের মানুষকে বাংলাই শিখানো হয় নাই, সেখানে ইংরেজী শিক্ষা নিয়া বিলাপ করা বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়। সকল নাগরিকের ন্যূনতম শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। ডঃ আনিসুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু সমস্যা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। একাধিক শিক্ষাপ্রণালীর সহাবস্থানও একটি সমস্যা। তিনি স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা যতটুকু সম্প্রসারিত হইয়াছে তাহা হইতে ধারণা জন্মে যে, এই শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছিল মুষ্টিমেয় লোকের জন্য। তিনি বলেন, বিগত ৭৮ বছরে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় এই দেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ১১টি, গত ৭/৮ বছরে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ১৬টি, প্রফেসর আনিসুজ্জামান আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি যখন আবশ্যক হইয়া পড়ে, সে সময় এমন ব্যক্তি শিক্ষকতায় প্রবেশ করেন যাহার যোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়, শিক্ষার প্রতি যাহার অনুরাগ খুবই কম।

ডঃ মাহবুব উল্লাহ বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। আমাদের চিন্তার দীনতা চলিতেছে উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, বর্তমানে শিক্ষার সহিত প্রজ্ঞা ও মননশীলতার দূরতম সম্পর্কও নাই। ভাষা শিক্ষা ও জ্ঞান অন্বেষণ এক কথা নয়। মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল (অবঃ) জিয়াউদ্দিন বীর উত্তম বলেন, সমাজের সর্বস্তরে নৈতিকতার মান নীচে নামিয়া গিয়াছে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হীনতা এখন এক বড় সমস্যা। তিনি নৈতিকতা রক্ষার্থে ধর্মীয় মূল্যবোধ লালন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ শাফায়াত আহমদ সিদ্দিকী বলেন, আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা হইতেছে না। তিনি শিক্ষাবিদ আরদুর রহমানকে এই অঞ্চলে শিক্ষার পথ প্রদর্শক হিসাবে উল্লেখ করেন। সাবেক রাষ্ট্রদূত ডাঃ এ এফ এম ইউসুফের সভাপতিত্বে স্থানীয় জেলা পরিষদ হলে “বাংলাদেশের শিক্ষা বিষয়ে কিছু কথা” শীর্ষক আবদুর রহমান স্মারক বক্তৃতায় অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন ডঃ স্বপন আদনান, মালিক সোবহান ও চৌধুরী গোলাম রব্বানী।